বাস্তব

মালবিকা ঘোষ

রণদেব আর ইপ্সিতার পাশাপাশি বাড়ী। ইপ্সিতারা দুই বোন আর রনদেব একাই। ওর বাবার একটি দোকান আছে ইলেক্ট্রিক্যাল গুড্‌স্ এর। মা-বাবা, দাদু ঠাকুমাকে নিয়ে সুখী সংসার। ইপ্সিতার দু বোন, মা-বাবার তিন তলা বাড়ী, দুটো গাড়ী। বাবা ডাক্তার রমরমা সংসার। রণদেব ও ইপ্সিতার ডাকনাম যথাক্রমে রাণা ও দেবী। ছোটবেলা থেকেই হেঁসেখেলে মানুষ। কবে থেকে যে ওরা প্রেমের ডোরে বাধা পড়লো তা কেউ মনে করতে পারছে না। শুধু এটুকু সবাই বোঝে কিছু সময় বা দিন ওদের দেখা সাক্ষাত না হলে ওদের পাগল পাগল লাগে। উভয়ের বাড়ীতে আঁচ পেয়েছে কিন্তু মুখে কেউ কিছু প্রকাশ করেনি। দুজনেই সাউথ পয়েন্ট স্কুল থেকে পাশ করে বেড়িয়ে দেবী সাহিত্যে অনার্স নিয়ে আর রাণা যাদবপুরে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ছে।

হঠাৎ পাড়ায় রটে গেল দেবীর বিয়ে দিন কুড়ি বাদে। ছেলেটি আমেরিকায় আছে। ছয় সপ্তাহের ছুটিতে এসে বিয়ে করে হানিমুন সেরে বৌ নিয়ে আমেরিকায় ফিরে যাবে। খবরটা চাউড় হতেই প্রতিবেশীরাও অবাক দেবীর অন্যত্র বিয়ের খবরে। কারণ দেবী-রাণার ব্যাপারটা সবাই জানতো বিশেষ করে ওদের অন্তরঙ্গতার কথা কিন্তু কারুরই কিছু করার নেই।রাণা এখনও স্বাবলম্বী বা দলবলে যথেষ্ট বলিষ্ঠ নয় আর দেবীর নীরব ভাষা প্রকাশের সুযোগই হয়তো পায়নি। দেবীর বাবা ছোটবেলা থেকেই রাণার ঠাকুমাকে কাকিমা বলে ডাকতেন তাই তিনি নিজে দেবীর বাবাকে একদিন ডেকে একটু সময় দিয়ে রাণা-দেবীকে মেলাবার কথা বলেছিলেন। কিন্তু দেবীর বাবা আমল দেননি।

যা হোক মহা ধুমধামে দেবীর বিয়ে হয়ে গেল। এতে মনে হয় সবচাইতে বেশী ভেঙ্গে পড়েছেন রাণার ঠাকুমা। তিনদিন পাড়ার ঘনিষ্ঠজনেরা বিয়ে বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া ও ওদের প্রশংসা করলো। শুধু নীরব রাণাদের বাড়ী। ওদের বাড়ীর কেউ বিয়েতে যায়নি রাণার ঠাকুমার শরীর খুব খারাপ হয়েছিল বলে। বিয়ে, দ্বিরাগমন প্রভৃতি শেষে দেবীরা হানিমুনে গেল। ওখান থেকে ফিরে এসে সপ্তাহখানেক বাদে দু-জনে আমেরিকা চলে যাবে।

হঠাৎ পাড়ায় গুঞ্জন, দেবীর বর গাড়ী দুর্ঘটনায় মারা গেছে। এখান থেকে লোকজন গিয়ে সবকাজ সেরে দেবীকে নিয়ে এসেছেন। শ্রাদ্ধ-শান্তি আর যা কিছু কাজ দেবীকে এখানেই করাবে। দেবীকে আর শ্বশুরবাড়ী যেতে দেবেনা এরকম ব্যবস্থাই করা হয়েছে।

এবার কিন্তু মুষ্টিমেয় জনা কয়েক নিমন্ত্রিতদের মধ্যে সবার ওপরে নাম রাণাদেব। রাণার ঠাকুমা একটু একটু সুস্থ। কিন্তু তিনিই বেঁকে বসলেন রাণা আর ওবাড়ী যাবেনা বলে। রাণা ঠাকুমার কথা মেনে নিয়ে ছ-মাস বাদে অন্যত্র বিয়ে করে জার্মানী চলে গেল।

মালবিকা ঘোষ, জ্যোতিষ রায় রোড, নিউ আলীপুর, কলকাতা-৭০০০৫৩